পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল ৭-১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

সাধারণ সেবা ও কল্যাণ বিভাগ

স্মারক নং পসব্য/প্রকা/সাধারণ-৯৬/২০২৫-২০২৬/২৬০ তারিখঃ ০৩/০২/২০২৬ খ্রিঃ।

সকল কার্যালয়/শাখা
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

বিষয়ঃ "শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫" পরিপালন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২৪শে নভেম্বর ২০২৫ তারিখে "শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫" নামে প্রজ্ঞাপণ প্রকাশিত হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১ গত ১৮/১২/২০২৫ তারিখের ২২.০০.০০০০.০৭৫.২২.০০৩.২৪.৪২১ নং স্মারকমূলে সকল মন্ত্রণালয়ের সদয় অবগতি ও কার্যার্থে নির্দেশনামূলক পত্র প্রেরন করে। সেপ্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় এর অধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রশাসন শাখা ০১/০১/২০২৬ খ্রি. তারিখের ৫৩.০০.০০০০.০০০.২১১.৯৯.০০০৫.২১.২ নং স্মারকমূলে উপরোক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বরাবর পত্র প্রেরণ করে।

এমতাবস্থায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সকল কার্যালয়/শাখাকে সংযুক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

অনুমোদনক্রমে,

০৩/০২/২০২৬
(আবদুল আজিজ বেপারী)
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. স্টাফ অফিসার টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
২. স্টাফ অফিসার টু উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
৩. স্টাফ অফিসার টু মহাব্যবস্থাপক (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
৪. সহকারী মহাব্যবস্থাপক (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
৫. বিভাগীয় প্রধান (সকল), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
৬. প্রোগ্রামার, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
৭. অফিস নথি/মহানথি।

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
প্রশাসন শাখা
www.fid.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৩.০০.০০০০.০০০.২১১.৯৯.০০০৫.২১.২

তারিখ: ১৭ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর গেজেট কপি প্রেরণ সংক্রান্ত।
সূত্র: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরির্তন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.২২.০০৩.২৪.৪২১, তারিখ ১৮/১২/২০২৫

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরির্তন মন্ত্রণালয়ের শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর গেজেট কপি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ১৬ (ষোল) পাতা।

সকল সংযুক্তিসমূহ:
(১) প্রজ্ঞাপন।

০১-০১-২০২৬
সারমিন সুলতানা
উপসচিব
+৮৮০২২২৩৩৫৪২৮২
ds.admin@fid.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ই-৬/সি, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ৩৭, দিলকুশা, বা/এ, ঢাকা।
৪। এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।।
৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, সোনালী/জনতা/অগ্রণী/রূপালী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন/সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/বিডিবিএল/বেসিক ব্যাংক লিমিটেড/কর্মসংস্থান ব্যাংক/প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক/আইসিবি/বিএইচবিএফসি/আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক/পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক/ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ/বিএমডিএফ/এসডিএফ/দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পো. (বাংলাদেশ)/বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন/ইউবিকো/সাবিনকো, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯। পরিচালক, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি, ৫৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
১০। নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট, বিজিআইসি টাওয়ার, ৩৪, তোপখানা রোড, ঢাকা।

CamScanner

স্মারক নম্বর: ৫৩.০০.০০০০.০০০.২১১.৯৯.০০০৫.২১.২/১ (১০)

১৭ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্মসচিব (সকল), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৩। উপসচিব (সকল), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৭। সহকারী সচিব (সকল), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৮। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব কোষ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৯। সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী , আইসিটি সেল, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
১০। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, ।

০১-০১-২০২৬
সারমিন সুলতানা
উপসচিব

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা -১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং ২২.০০.০০০০.০৭৫.২২.০০৩.২৪.৪২১

তারিখ: ০৩ পৌষ ১৪৩২ / ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫

বিষয়: শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর গেজেট কপি প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত ২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ সরকার কর্তৃক গেজেটে জারী করা হয়েছে। বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত 'শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫' এর কপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

(সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু)
উপসচিব
ফোন নং- ৫৫১০০২৬০
ই-মেইল: envpc1@moef.gov.bd

বিতরণ: জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়

১. সিনিয়র সচিব/সচিব, (সকল) মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (সকল পরিচালক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)
৩. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৪. অতিরিক্ত সচিব (সকল), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
৬. যুগ্মসচিব (সকল), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৭. জেলা প্রশাসক (সকল)
৮. উপসচিব (সকল), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে
১। উপদেষ্টার একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (গেজেট ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

CamScanner

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ২৪, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ২৩ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৪৫২-আইন/২০২৫।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০, ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই বিধিমালা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

(ক) মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা বা অন্য কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে;

(খ) ঈদের জামাত, জানাজা, নাম-সংকীর্তন এবং শবযাত্রাসহ অন্যান্য আবশ্যিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে;

(গ) সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচারকালে;

(ঘ) প্রতিরক্ষা, পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনকালে;

(ঙ) স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১লা বৈশাখ, মহররম বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে;

(চ) আকাশযান ও রেলগাড়ি চলাচলের ক্ষেত্র;

মূল্য : টাকা ১৬.০০

CamScanner

(ছ) অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার ব্রিগেড ব্যবহারকালে;

(জ) ইফতার ও সেহরির সময় প্রচারকালে;

(ঝ) প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অন্য কোনো বিপদ বা বিপদের আশংকায় বিপদ সংকেত প্রচারকালে;

(ঞ) মৃত্যু সংবাদ প্রচারকালে বা কোনো ব্যক্তি নিখোঁজ থাকিলে বা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হারানোর বিষয় প্রচারকালে; এবং

(ট) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত অন্য কোনো ক্ষেত্রে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) 'আইন' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(খ) 'আবদ্ধ স্থান' অর্থ বাসাবাড়ি, দোকানপাট, দেয়ালবেষ্টিত কল-কারখানা, কনফারেন্স রুম, অডিটোরিয়াম, সিনেমা হল, থিয়েটার হল বা দেয়ালবেষ্টিত অন্য কোনো সীমানা;

(গ) 'আবাসিক এলাকা' অর্থ কোনো এলাকা যেখানে মানুষ বসবাস করে;

(ঘ) 'ইউনিয়ন পরিষদ' অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ (৬) এ সংজ্ঞায়িত 'ইউনিয়ন পরিষদ';

(ঙ) 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বা মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(চ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ তফসিল ৪ এ উল্লিখিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ;

(ছ) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(জ) 'নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' অর্থ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত যেকোনো শহর বা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(ঝ) 'নীরব এলাকা' অর্থ হাসপাতাল, ক্লিনিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা একই ধরনের অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানসহ উহার চতুর্দিকের ১০০ (একশত) মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা এবং বিধি ৩-এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বা চিহ্নিত কোনো এলাকা;

(ঞ) 'পৌরসভা' অর্থ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন) এর ধারা ২ (৪৩) এ সংজ্ঞায়িত 'পৌরসভা';

(ট) 'পাবলিক প্লেস' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ২(চ) এ সংজ্ঞায়িত 'পাবলিক প্লেস';

(ঠ) 'ফরম' অর্থ তফসিল ৫ এ উল্লিখিত কোনো ফরম;

(ড) **'বাণিজ্যিক এলাকা'** অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বাণিজ্যিক এলাকা এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, রেস্তোরাঁ, হাটবাজার, ইত্যাদির আধিক্য রহিয়াছে এমন কোনো এলাকা;

(ঢ) **'ব্যক্তি'** অর্থ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং নিবন্ধিত হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) **'মহাপরিচালক'** অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ত) **'মোটরযান'** অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ২ (৪২) এ সংজ্ঞায়িত 'মোটরযান';

(থ) **'মিশ্র এলাকা'** অর্থ এমন এলাকা যেখানে একইসাথে আবাসিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়;

(দ) **'শব্দদূষণ'** অর্থ তফসিল ১, ২ ও ৩ এ উল্লিখিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী এমন শব্দ যাহা জনমানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রাণিকূল ও পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিতে পারে;

(ধ) **'শব্দের উৎস'** অর্থ আতশবাজি ও পটকা, মাইক, লাউড স্পিকার, এমপ্লিফায়ার, জেনারেটর, সুরযন্ত্র, পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম, সকল প্রকার মোটরযানের হর্ন, শিল্পকারখানা ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের শব্দসহ শব্দবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য সকল বৈদ্যুতিক বা অন্য কোনো যন্ত্র;

(ন) **'শব্দের মানমাত্রা'** অর্থ তফসিল ১, ২ ও ৩ এ উল্লিখিত শব্দের মানমাত্রা;

(প) **'শিল্প এলাকা'** অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শিল্প এলাকা এবং শিল্প ও কলকারখানার আধিক্য রহিয়াছে এইরূপ এলাকা;

(ফ) **'সড়ক'** অর্থ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত 'সড়ক';

(ব) **'সিটি কর্পোরেশন'** অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ২ (১৪) এ সংজ্ঞায়িত 'সিটি কর্পোরেশন'; এবং

(ভ) **'হর্ন'** অর্থ মোটরযানের এমন একটি যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ যাহা মোটরযানের অবস্থান জানানোর নিমিত্ত রাস্তা ব্যবহারকারী, পথচারী ও অন্যান্য প্রাণির নিরাপত্তার স্বার্থে সতর্ক করিবার জন্য শব্দ সংকেত প্রেরণ করে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **এলাকা চিহ্নিতকরণ।**—শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং এই বিধিমালায় উল্লিখিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষসমূহ নিজ অধিভুক্ত এলাকায় আবাসিক, বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিল্প ও নীরব এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করিয়া স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবে।

৪। **শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ।**—(১) এই বিধিমালার তফসিল ১, ২ এবং ৩ এ উল্লিখিত মানমাত্রা হইবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য শব্দের নির্ধারিত সর্বোচ্চ মানমাত্রা।

(২) তফসিল ১ এ উল্লিখিত মানমাত্রা হইবে প্রত্যেক এলাকার জন্য হর্ন ব্যতীত শব্দ উৎপাদন ও নিঃসরণকারী সকল উৎসের জন্য শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা।

(৩) তফসিল ২ এ উল্লিখিত মানমাত্রা হইবে মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযান হইতে উৎপন্ন শব্দের অনুমোদিত মানমাত্রা।

(৪) তফসিল ৩ এ উল্লিখিত মানমাত্রা হইবে হর্নের জন্য অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা।

(৫) বিধি ৭ অনুসারে অনুমতিপ্রাপ্ত না হইলে, কোনো ব্যক্তি তফসিল ১, ২ ও ৩ এ উল্লিখিত শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

(৬) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, এই বিধিমালায় উল্লিখিত অন্যান্য কর্তৃপক্ষসমূহ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে যাহাতে মোটরযান, নৌযান, হর্ন, আতশবাজি, পটকা, জেনারেটর বা উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী কোনো যন্ত্রপাতি বা কর্মকাণ্ড শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম করিতে না পারে।

(৭) শব্দের মানমাত্রা প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়মিত তদারকি ও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিয়া শব্দের মানমাত্রা পরিমাপসহ অভিযান পরিচালনা করিবেন এবং দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন ও এই বিধিমালার অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫। **উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—(১) কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত পাবলিক প্লেস বা জনপরিসরে লাউড স্পিকার, মাইক, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম) বা অন্য কোনো উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) আবদ্ধ স্থানে, আপদকালীন প্রয়োজন ব্যতীত, রাতে লাউড স্পিকার, মাইক, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম), পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম বা অন্য কোনো উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শব্দদূষণ করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ, লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যত্র, প্রয়োজনীয় শর্তাবলি সাপেক্ষে, লাউড স্পিকার, মাইক, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম), পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম বা অন্য কোনো শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি রাতে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অনুমতি কোনোক্রমেই রাতে ১১:০০ ঘটিকা, ক্রমাগত ৩ (তিন) দিন ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) ঘন্টার অধিক সময়ের জন্য প্রদান করা যাইবে না এবং শব্দের মানমাত্রা ৯০ (নব্বই) ডেসিবলের অধিক অতিক্রম করা যাইবে না।

CamScanner

(৪) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marin Protected Areas (MPA), রক্ষিত এলাকা (Protected Area, PA), সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Reserved Forest), পাখি ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Bird and wildlife Sanctuary), প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA), সমুদ্র সৈকত ও সংরক্ষিত পর্যটন এলাকার জন্য শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। **যানবাহনের হর্ন সংক্রান্ত বিধিনিষেধ।**—(১) তফসিল ৩ এ উল্লিখিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ন, হাইড্রোলিক হর্ন, মাল্টি টিউন হর্ন ও সহায়ক যন্ত্রাংশ প্রস্তুত, আমদানি, মজুদ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, বিতরণ, বাজারজাতকরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন ও ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি মোটরযান বা নৌযানে অননুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ন স্থাপন ও ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৩) নীরব এলাকায় যানবাহনে কোনো প্রকার হর্ন বাজানো যাইবে না।

(৪) আবাসিক এলাকায় রাতে (রাত ০৯ ঘটিকা হইতে সকাল ০৬ ঘটিকা পর্যন্ত) হর্ন বাজানো যাইবে না।

৭। **কতিপয় ক্ষেত্রে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমের অনুমতি গ্রহণ।**—(১) বিধি ৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় কোনো অনুষ্ঠানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধির অধীন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠান আয়োজনের অন্তত ৭ (সাত) দিন পূর্বে তফসিল ৫ এ উল্লিখিত ফরম-১ অনুসারে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি ক্ষেত্রে সময় স্বল্পতার উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক অনুষ্ঠান আয়োজনের ১ (এক) দিন পূর্বে আবেদনপত্র দাখিল করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী আবেদনপত্র প্রাপ্তির ২ (দুই) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি ও পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক, আবেদনটি মঞ্জুর করিয়া তফসিল ৫ এ উল্লিখিত ফরম-২ অনুসারে অনুমতি প্রদান করিবেন অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনটি নামঞ্জুর করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির অধীন অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ যেকোনো ধরনের অনুষ্ঠানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যেকোনো যন্ত্রপাতি দৈনিক ৫ (পাঁচ) ঘণ্টার অধিক সময়ব্যাপী ও ক্রমাগত ৩ (তিন) দিনের অধিক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিবেন না এবং উক্ত অনুমোদিত সময়সীমা রাত্রিকালীন ১১ (এগারো) ঘটিকা অতিক্রম করিবে না এবং শব্দের মানমাত্রা ৯০ (নব্বই) ডেসিবলের অধিক অতিক্রম করা যাইবে না।

৮। **পটকা, আতশবাজি ও অনুরূপ শব্দ সৃষ্টিকারী পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—(১) নীরব এলাকায় দিনে ও রাতে এবং নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় রাতে পটকা, আতশবাজি ও অনুরূপ শব্দ সৃষ্টিকারী কোনো কিছুর বিস্ফোরণ ঘটানো যাইবে না।

CamScanner

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় ও লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয়, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব বা অনুরূপ কোনো অনুষ্ঠানে পটকা, আতশবাজি ও অনুরূপ শব্দ সৃষ্টিকারী পণ্যের সীমিত ব্যবহারের জন্য সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অনুমোদন কোনোক্রমেই রাতে ০৯:০০ ঘটিকা অতিক্রম করিবে না ও দৈনিক সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) ঘণ্টার অধিক ও বিশেষ ব্যতিক্রম ব্যতীত সর্বমোট ২ (দুই) দিনের অধিক সময়ের জন্য প্রদান করা যাইবে না এবং শব্দের মানমাত্রা ৯০ (নব্বই) ডেসিবলের অধিক অতিক্রম করা যাইবে না।

৯। **শিল্প কারখানায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) সকল শিল্প কারখানাকে তফসিল ১ এ উল্লিখিত শব্দের মানমাত্রা মানিয়া চলিতে হইবে এবং কারখানার অভ্যন্তরে ও বাহিরে শব্দের মানমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে হইবে।

(২) উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি দ্বারা সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি হইতে শ্রমিক ও অন্যান্যদের রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান ও ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

১০। **জেনারেটরের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) আবাসিক, বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিল্প ও নীরব এলাকার সকল জেনারেটর ব্যবহারকারীকে সকল সময় জেনারেটর হইতে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) জেনারেটরের শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে শাব্দিক প্রতিবন্ধক (acoustic enclosures), কম্পণ আইসোলেশন (vibration isolation), এক্সস্ট (Exhaust) ও বায়ু চলাচলের জন্য সাইলেন্সার বা মাফলার, শব্দ-শোষণকারী উপকরণ ব্যবহার এবং শব্দদূষণ কমাতে সঠিকভাবে স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেনারেটরের শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১১। **বনভোজন ও সামাজিক অনুষ্ঠানে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলে বনভোজন নিষিদ্ধ এবং প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে উচ্চ শব্দ উৎপন্ন হয় এমন শব্দের উৎস ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) বনভোজন ও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনে উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী মাইক, লাউড স্পিকার, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম) বা অন্য কোনো উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্র ব্যবহার করা যাইবে ন।

(৩) বনভোজন ও সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনে উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী মাইক, লাউড স্পিকার, এমপ্লিফায়ার, সুরযন্ত্র (মিউজিক সিস্টেম) বা অন্য কোনো উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা জনপথে শব্দদূষণ সৃষ্টি করা যাইবে না।

(৪) সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে হোটেল, রেস্তোরা ও কমিউনিটি সেন্টারে শব্দযন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে তফসিল ১ এ উল্লিখিত শব্দের নির্ধারিত মানমাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে।

CamScanner

১২। **নির্মাণ কাজে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) নীরব এলাকায় দিনে ও রাতে এবং আবাসিক এলাকায় রাতে উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী নির্মাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) আবাসিক এলাকা ও আবাসিক এলাকার শেষ সীমানা হইতে ৫০০ (পাঁচশত) মিটারের মধ্যে সন্ধ্যা ৭ (সাত) টা হইতে সকাল ৭ (সাত) টা পর্যন্ত ইট বা পাথর ভাঙ্গার মেশিন, মিকচার মেশিন, পাইলিং মেশিনসহ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে না এবং নির্মাণ কাজের মাধ্যমে শব্দদূষণ করা যাইবে না।

১৩। **নির্বাচনী প্রচারে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ।**—(১) সকল নির্বাচনে নীরব এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণায় মাইক, লাউড স্পিকার, পাবলিক অ্যাড্রেসিং সিস্টেম বা অন্য কোনো উচ্চ শব্দ উৎপন্নকারী যন্ত্র ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নির্বাচন কমিশনের আচরণ বিধিমালা মানিয়া চলিতে হইবে এবং তফসিলে উল্লিখিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম করা যাইবে না।

১৪। **আবদ্ধ স্থানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—আবদ্ধ স্থানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যেকোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইলে উক্ত স্থানের মালিক বা দখলদার বা উহার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি—

(ক) উহাতে সৃষ্ট শব্দ যাহাতে উক্ত স্থানের বাহিরে না যায় তদুদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং

(খ) নিশ্চিত করিবেন যেন উক্ত যন্ত্রপাতি হইতে সৃষ্ট সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য নির্ধারিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম না করে।

১৫। **কারখানার অভ্যন্তরে বা যন্ত্রপাতির নিকটে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা।**—(১) যদি কোনো কারখানা পরিচালনা বা কারখানাস্থ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে সর্বদা এমন শব্দের সৃষ্টি বা উদ্ভব হয় যাহা শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম করে তাহা হইলে উক্ত কারখানায় কর্মরত বা আগত ব্যক্তিবর্গের শব্দ দূষণজনিত ক্ষতি প্রতিরোধ করিবার বা কমানোর উদ্দেশ্যে উক্ত কারখানা বা যন্ত্রপাতির মালিক বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উক্ত কারখানা বা যন্ত্রপাতির মালিক বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নির্দেশ পালনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোনো কারখানার কার্যক্রম বা কারখানাস্থ যন্ত্রপাতি সৃষ্ট মানমাত্রা বহির্ভূত উচ্চ শব্দের কারণে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে আইনের ধারা ৭ ও ৮ এবং ধারা ৮ এর অধীন জারীকৃত বিধিমালার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৬। **নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।**—বিধি ৭ এর অধীন পূর্বানুমতি ব্যতীত, কোনো এলাকায় শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইলে বা ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিলে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীকে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইতে বিরত থাকিবার বা উক্ত বিধির বিধান লংঘনকারীকে উক্ত লংঘন বন্ধ করিবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী বা বিধান লংঘনকারী বাধ্য থাকিবেন।

CamScanner

১৭। **শব্দদূষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান, ইত্যাদি।**—কোনো এলাকায় নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত শব্দদূষণ সংক্রান্ত কোনো কর্ম বা ঘটনার কারণে উক্ত এলাকা আশংকাযুক্ত হইলে বা এই বিধিমালার কোনো বিধান লংঘন করা হইতেছে মর্মে কোনো ব্যক্তির নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত ব্যক্তি টেলিফোনে, মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে, ই-মেইলে বা অন্য কোনো মাধ্যমে উক্ত তথ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে পারিবেন এবং উক্ত তথ্য প্রাপ্তির পর উহার সত্যতা যাচাইপূর্বক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত এলাকাকে আশঙ্কামুক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ বা বিধান লঙ্ঘনকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত লঙ্ঘন বন্ধ করিবার জন্য মৌখিক বা লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন ও উক্তরূপ নির্দেশ পালনে বিধান লঙ্ঘনকারী বাধ্য থাকিবেন।

১৮। **আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা।**—(১) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং (ঙ) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা তথ্য প্রাপ্তির ভিত্তিতে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনকালে, যুক্তিসঙ্গত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে, যেকোনো ভবন, স্থান বা আবদ্ধ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং এই বিধিমালার অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে বা হইতে পারে এইরূপ শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি, এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জামাদি আটক করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আটকের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৯। **দণ্ড।**—আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে এই বিধিমালার বিধি ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ এর বিধান লংঘন এবং বিধি ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ এ প্রদত্ত নির্দেশের লঙ্ঘন বা পালনে ব্যর্থতা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য নিম্নবর্ণিত টেবিলে উল্লিখিত দণ্ড আরোপনীয় হইবে, যথা :—

টেবিল

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপনীয় দণ্ড
(১)	বিধি ৫, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ এর অধীন নির্দেশ অমান্যকরণ	প্রতিবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।
(২)	বিধি ৬(২), ৬(৩) ও ৬(৪) এর বিধান লঙ্ঘন	প্রতিবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; এবং চালকের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত হিসাবে দোষ সূচক ১ (এক) পয়েন্ট কর্তন হইবে।
(৩)	বিধি ৬(১) এর অধীন প্রস্তুত আমদানি ও বাজারজাতকরণ	প্রতিবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।
(৪)	বিধি ৬(১) এর অধীন বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন ও ব্যবহার	প্রতিবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।

CamScanner

২০। **জরিমানা আরোপ, ইত্যাদি।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি ট্রাফিক বিভাগের সার্জেন্ট পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তার সম্মুখে বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২), (৩) বা (৪) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলেই তাহাকে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, তবে উক্ত জরিমানা বিধি ১৯ এর টেবিলের ক্রমিক নং (২) এ উল্লিখিত অর্থদণ্ডের অধিক হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন জরিমানা আরোপকারী পুলিশ কর্মকর্তা এতদ্‌সংক্রান্ত ফরমে অপরাধের ধরন এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য আরোপিত জরিমানার পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত জরিমানা প্রদান করিবেন এবং উক্ত পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র গ্রহণ করিবেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের কপি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, বা উপ-বিধি (২) এর অধীন জরিমানা পরিশোধ না করিলে, উপ-বিধি (১) এর অধীন দায়িত্বপালনকারী পুলিশ কর্মকর্তা যে মোটরযান অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে উহা নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন, এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোটরযানটি তাহার হেফাজতে রাখিবেন এবং জরিমানা পরিশোধের পর যথাশীঘ্রসম্ভব মোটরযানটি অবমুক্ত করিবেন এবং যে কর্মকর্তা মোটরযানটি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাকে এতদ্‌সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬, অতঃপর রহিত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) রহিত বিধিমালার অধীন গৃহীত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন এই বিধিমালা প্রণীত হয় নাই।

CamScanner

তফসিল-১

এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা

[বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণি	মানমাত্রা ডেসিবল dB(A) Leq* এককে	
		দিবা	রাত্রি
১।	নীরব এলাকা	৫০	৪০
২।	আবাসিক এলাকা	৫৫	৪৫
৩।	মিশ্র এলাকা	৬০	৫০
৪।	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
৫।	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

ব্যাখ্যা।—(ক) ভোর ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় দিবাকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

(খ) রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় রাত্রিকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

*dB(A)Leq দ্বারা মানুষের শ্রবণীন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী শব্দের গড় মাত্রাকে বুঝাইবে (time weighted average) যাহা ডেসিবল অ-স্কেলে নির্দেশিত।

-20

তফসিল-২

মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের অনুমোদিত মানমাত্রা

[বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	যানবাহনের শ্রেণি	মানমাত্রা ডেসিবল dB(A) এককে	মন্তব্য
১।	*মোটরযান (সকল প্রকার)	৮৫	নির্গমন নল (silencer pipe) হইতে সরাসরি ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	নির্গমন নল (silencer pipe) হইতে সরাসরি ০.৫ মিটার দূরত্বে ৪৫ ডিগ্রি কৌণিক রেখায় পরিমাপকৃত।
২।	আভ্যন্তরীণ জলপথে	৮৫	স্থির অবস্থায় ভারশূন্য সর্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-তৃতীয়াংশ নৌযান হইতে ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	একই অবস্থায় ০.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।

ব্যাখ্যা।—পরিমাপকালে মোটরযানটি স্থির অবস্থায় থাকিবে এবং ইহার ইঞ্জিনের শর্তাদি নিম্নরূপ হইবে, যথা:—

(ক) ডিজেল ইঞ্জিন-সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশে ভারশূন্য ত্বরণ;

(খ) গ্যাসোলিন/সিএনজি চালিত ইঞ্জিন-সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশে ভারশূন্য ত্বরণ;

(গ) মোটর সাইকেলে-সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm অধিক হইলে উহার দুই-তৃতীয়াংশ এবং সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm এর নিম্নে হইলে উহার তিন-চতুর্থাংশ।

CamScanner

তফসিল-৩

মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত হর্নের অনুমোদিত মানমাত্রা

[বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৩) ও বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	যানবাহনের শ্রেণি	মানমাত্রা ডেসিবল dB(A) এককে	মন্তব্য
১।	দুই বা তিন চাকার হালকা যান	৮৫	উৎস হইতে ১.৫ মিটার দূরে পরিমাপকৃত
২।	অন্যান্য হালকা যান (কার, মাইক্রোবাস, পিক আপ ভ্যান ইত্যাদি)	৮৫	
৩।	মাঝারি যান (মিনি বাস, মাঝারি ট্রাক, মাঝারি কাভার্ড ভ্যান ইত্যাদি)	৯০	
৪।	ভারী যান (বাস, ট্রাক, ক্যাভার্ড ভ্যান, লরি ইত্যাদি	১০০	
৫	নৌযান	১০০	

শর্তাবলি:

ক) নীরব এলাকায় হর্ন বাজানো যাইবে না।

খ) আবাসিক এলাকায় রাতের বেলায় (রাত ০৯ ঘটিকা হইতে সকাল ৬ ঘটিকা পর্যন্ত) হর্ন বাজানো যাইবে না।

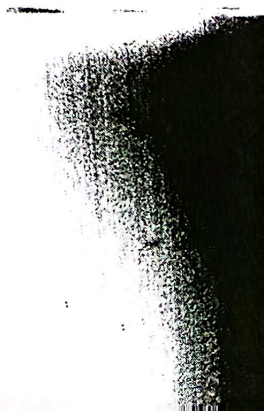

-১০৭

তফসিল-৪

শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

[বিধি ২(ছ) দ্রষ্টব্য]

ক)	গ্রাম এলাকায় [(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	:	ইউএনও বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা
(খ)	পৌর এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	:	ইউএনও বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা
(গ)	উপজেলা এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	:	ইউএনও বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা
(ঘ)	জেলা সদর এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	:	জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা
(ঙ)	সিটি কর্পোরেশন এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	:	পুলিশ কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো কর্মকর্তা
(চ)	যেকোনো এলাকায় রাজনৈতিক সভার ও মেলার ক্ষেত্রে—		
	(১) মেট্রোপলিটন এলাকায়	:	পুলিশ কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো কর্মকর্তা
	(২) অন্যান্য এলাকায়	:	জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো কর্মকর্তা

CamScanner

তফসিল-৫

ফরম-১

শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য আবেদনপত্রের ফরম

[বিধি ৭ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

(ক)	আবেদনকারীর পূর্ণ নাম	:
(খ)	বর্তমান ঠিকানা	:
(গ)	মোবাইল নাম্বার	:
(ঘ)	NID নাম্বার	:
(ঙ)	শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির নাম ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য	:
(চ)	শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির সংখ্যা	:
(ছ)	ব্যবহারের স্থানের বিবরণ, তারিখ ও সময়	:
(জ)	ব্যবহারের জন্য নিজস্ব না হইলে সংশ্লিষ্ট মালিকের নিকট হইতে ব্যবহারের অনুমতিপত্র	:
(ঝ)	ব্যবহারের স্থানের ১০০ মিটারের মধ্যে আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল বা কোনো নীরব এলাকার তথ্য (যদি থাকে)	:

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সঠিক।

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা টিপসই ও তারিখ)

CamScanner

ফরম-২

শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতিপত্র

[বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে, স্থানে, তারিখে এবং সময়ে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইল:—

১। অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম:----------

২। অনুমিতপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:----------

৩। অনুমতির স্থানের বিবরণ:

৪। অনুমতির উদ্দেশ্য:

৫। অনুমতির তারিখ:

৬। অনুমতির সময়:.....হইতে.....পর্যন্ত।

৭। অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির নাম এবং সংখ্যা:

৮। উক্ত অনুষ্ঠান/সভার প্রচার কাজে.....তাং হইতে.....তাং পর্যন্ত দৈনিক.....ঘন্টা.....টি মাইক/শব্দ বর্ধক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইল।

(অনুমতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর)
নাম:.....
পদবি/সীল:.....
তারিখ:.....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

CamScanner